মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট

কার্যালয় ঃ আলমপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

www. sylhetboard.gov.bd, e-mail: sbcontroller16@gmail.com

স্মারক নং ঃ সিশিবো/পনি/উমা/২৪/৪৮২

তারিখ ঃ ১৩ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ২৭ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৪ এর ফরম পূরণের বিজ্ঞপ্তি

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট- এর আওতাধীন উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ২০২৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ ও Online- এ পরীক্ষার ফি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণপূর্বক যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১। (ক) কেবলমাত্র বৈধ রেজিস্ট্রেশনধারী এবং নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষার আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবে। কোন শিক্ষার্থী তার রেজিস্ট্রেশন বহির্ভূত কোন বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষা কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বাতিল করা হবে।

(খ) কোন পরীক্ষার্থী তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণ কিংবা শারীরিক অসুস্থতার জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে কিংবা নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর অভিভাবকের লিখিত আবেদন ও পরীক্ষার্থীর প্রাক- নির্বাচনী পরীক্ষার সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে পারবে। সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত শারীরিকভাবে অক্ষম বা সেরিব্রাল পালসি বা বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণের বিষয়টি শিথিলযোগ্য।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরীক্ষার্থীদের এইচএসসি পরীক্ষায় অধিকতর সফলতার জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয় ভিত্তিক মডেল টেস্ট গ্রহণ করতে পারে কিন্তু মডেল টেস্ট কোন পরীক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং এর জন্য অতিরিক্ত ফি ধার্য্য বা আদায় করা যাবে না।

(ঘ) নিয়মিত, অনিয়মিত, আংশিক বিষয়ে অকৃতকার্য, প্রাইভেট পরীক্ষার্থী, জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীসহ **সকল ধরণের পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই ফরম পূরণ করতে হবে**। ফরম পূরণ ব্যতীত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোনরূপ সুযোগ নেই।

(ঙ) পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফি বাবদ মোট অর্থ সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট-এর অনুকূলে সোনালী সেবার মাধ্যমে জমাদানপূর্বক জমার রশীদ সংরক্ষণ করতে হবে।

২। এইচএসসি পরীক্ষা- ২০২৪ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ ঃ ৩০/০৬/২০২৪

৩। **Online এ শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (Probable List) প্রদর্শন** ঃ শিক্ষার্থীদের তথ্য সম্বলিত সম্ভাব্য তালিকা সিলেট শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে **(www.sylhetboard.gov.bd)** ০৪/০৪/২০২৪ তারিখে প্রকাশ করা হবে। নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়ায় উক্ত সম্ভাব্য তালিকা হতে ১৬/০৪/২০২৪ থেকে ২৫/০৪/২০২৪ তারিখের মধ্যে **প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনলাইনে** পরীক্ষার্থী নির্বাচনপূর্বক ফরম পূরণ (eFF) সম্পন্ন করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের করণীয় ঃ

(ক) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিলেট বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে Student Management—›eFF Confirmation- এ ক্লিক করে EIIN ও Password দিয়ে Login করে Probable List এ যেতে হবে এবং উক্ত তালিকা Print করে হার্ডকপিতে লালকালি ব্যবহার করে ঠিক চিহ্ন দিয়ে সঠিক পরীক্ষার্থী নির্ধারণ করতে হবে।

(খ) উক্ত হার্ডকপিতে (Probable List) ঠিক চিহ্নিত পরীক্ষার্থীর তথ্য মিলিয়ে কম্পিউটারে প্রদর্শনকৃত Probable List থেকে Select করতে হবে।

(গ) Temporary List Print করে সঠিকভাবে যাচাই-বাচাই করার পর প্রয়োজন হলে প্যানেল থেকে পরীক্ষার্থী Select/Unselect করা যাবে।

(ঘ) এর পর Pay Slip Print করতে হবে। নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় (যে শাখায় সোনালী সেবা চালু আছে) Pay Slip-এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা জমা করতে হবে। উল্লেখ্য, Pay Slip Print করলে আর কোন অবস্থাতেই Select/Unselect করা যাবে না।

(ঙ) Final Candidate List Print করে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠান প্রধান স্বাক্ষর করবেন। পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর সম্বলিত প্রিন্ট কপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করতে হবে।

(চ) বিলম্ব ফিসহ ২৯/০৪/২০২৪ থেকে ০২/০৫/২০২৪ পর্যন্ত অনলাইনে ফরম পূরণ **(eFF)** করা যাবে। সোনালী সেবার মাধ্যমে ফি জমা দেয়ার সর্বশেষ তারিখ ০২/০৫/২০২৪

৪। **ইলেক্ট্রনিক ফরম ফিলাপ (eFF) কার্যক্রমের সময়সূচি নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ**

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	তারিখ
ক	রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের তালিকাভূক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর সাদা কাগজে আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ :	৩০/০৩/২০২৪
খ	জিপিএ উন্নয়ন এবং এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর সাদা কাগজে আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ : নোট : যে সকল পরীক্ষার্থী ২০২৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে জিপিএ ৫.০০ (পাঁচ) এর কম পেয়েছে তারা জিপিএ উন্নয়নের জন্য ২০২৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। তবে, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর ন্যায় সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ২০২৩ সালে আংশিক বিষয়ে ফরম ফিলাপ করে উত্তীর্ণ হয়েছে এমন শিক্ষার্থীগণ জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।	৩০/০৩/২০২৪
গ	রেজিস্ট্রেশন নবায়নের শেষ তারিখ : নোট: ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়েছে এবং ২০২৩ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ১ (এক) বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, তারা বোর্ডের কলেজ শাখার মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে শুধমাত্র ২০২৪ সালে ঐ ১ (এক) বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর সাদা কাগজে আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ :	০৪/০৪/২০২৪
ঘ	নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ফল প্রকাশের তারিখ :	৩১/০৩/২০২৪
ঙ	সিলেট শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (Probable List) প্রদর্শন :	০৪/০৪/২০২৪
চ	প্রদর্শিত সম্ভাব্য তালিকা হতে Online- এ পরীক্ষার্থী নির্বাচনসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে "সোনালী সেবার" মাধ্যমে ফি জমা দেয়ার তারিখ : উল্লেখ্য, (ক) একই নামের একাধিক ছাত্র/ছাত্রী থাকলে প্রকৃত পরীক্ষার্থী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে প্রকৃত পরীক্ষার্থীর পরিবর্তে অন্য কোন পরীক্ষার্থীর নাম নির্বাচিত না হয়। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর পিতা-মাতার নাম এবং রেজিঃ নম্বর মিলিয়ে কাজ করতে হবে। এ ধরণের ভুলের যাবতীয় দায় প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বহন করতে হবে। (খ) নির্বাচিত পরীক্ষার্থীদের তালিকা মুদ্রণ করে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরসহ তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে।	১৬/০৪/২০২৪ থেকে ২৫/০৪/২০২৪
ছ	ফরম পূরণ ফাইনালাইজেশনের তারিখ :	২৭/০৪/২০২৪
জ	পরীক্ষার্থী প্রতি ১০০/-(একশত টাকা) হারে বিলম্ব ফি-সহ অনলাইনে ফরম পূরণ :	২৯/০৪/২০২৪-০২/০৫/২০২৪
ঝ	পরীক্ষার্থী প্রতি ১০০/-(একশত টাকা) হারে বিলম্ব ফি-সহ "সোনালী সেবার" মাধ্যমে অর্থ জমা দেয়ার তারিখ :	০২/০৫/২০২৪
ঞ	বিলম্বে ফরম পূরণ ফাইনালাইজেশনের তারিখ :	০৫/০৫/২০২৪

৫। **ইংরেজি ভার্সন পরীক্ষার্থী ঃ** যে সকল কলেজে ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু পরীক্ষার্থী রয়েছে, তাদের ০২ (দুই) কপি তালিকা নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী তৈরি করে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উচ্চমাধ্যমিক)-এর নিকট ০১ (এক) কপি হাতে হাতে জমা দিতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট কলেজের পরীক্ষার্থীদের ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

ক্রমিক	বিভাগ	বিষয়ের নাম	বিষয় কোড	শিক্ষাবর্ষ	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

৬। **এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ঃ**

(ক) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০২২/২০২৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক/দুই বিষয়ে (চতুর্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য/অনুপস্থিত হয়েছিল, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য/অনুপস্থিত বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে তবে পরীক্ষার্থীগণ ইচ্ছা করলে এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর ন্যায় ৪র্থ বিষয়সহ ২০২৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় নির্ধারিত সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(খ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০২২/২০২৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক/দুই বিষয়ে অকৃতকার্য/অনুপস্থিত হয়ে ২০২২/২০২৩ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ঐ এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকালে বহিষ্কার অথবা অভিযুক্ত হয়েছে এবং শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২২/২০২৩ সালের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০২৪ সালের সকল বিষয়/এক/দুই বিষয়ের জন্য ফরম পূরণ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৭। **২০২৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা সংক্রান্ত ঃ**

পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালায় উল্লিখিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-শিম/শা:১০/৭ পরীক্ষা২(গ্রেডিং)/২০০২/৬১০, তারিখ : ০৪/০১/০৩ এর ১(ঞ) এ বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক ২০২৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীগণকে ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা প্রদান করা হবে।

৮। **রেজিস্ট্রেশন ও সেশন সংক্রান্ত ঃ**

(ক) ২০১৯-২০ সেশনের পূর্বের রেজিস্ট্রেশনধারী কোন পরীক্ষার্থী ২০২৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে ২০১৮-১৯ সেশনের এক বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীগণ রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে ঐ এক বিষয়ের (৪র্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(খ) পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও সকল বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

৯। **রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ঃ**

(ক) ২০২৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা দুই বা ততোধিক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়েছে এবং যাদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তারা কোন অবস্থাতেই রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে ২০২৪ সালে একাধিক বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

(খ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০২৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষার এক বা একাধিক বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক বিষয়ের (চতুর্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে বা যে কোন কারণে তারা ২০২৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি অথচ তাদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ২০২৩ সালে শেষ হয়ে গেছে তারাও বোর্ডের কলেজ শাখার মাধ্যমে যথানিয়মে রেজিস্ট্রেশন নবায়নপূর্বক ২০২৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বি.দ্র.: আংশিক বিষয়ের পরীক্ষার্থী হিসেবে কখনই চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে না এবং দুই বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য থাকলে কখনোই রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা যাবে না।

১০। জিপিএ উন্নয়ন হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ঃ

(ক) রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অব্যবহিত পরের বছরেই এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে; এ ক্ষেত্রে যে সকল পরীক্ষার্থী ২০২৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ (পাঁচ) এর কম পেয়েছে তারা জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। তবে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর ন্যায় সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। জিপিএ উন্নয়নের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা যাবে না। উল্লেখ্য, জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট ফরম পূরণের কাজ শেষ হওয়ার পর পরীক্ষা শাখায় (উচ্চমাধ্যমিক) অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায়, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোন প্রকার জটিলতা সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন।

(খ) যে সকল পরীক্ষার্থী এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষা দিয়ে ২০২৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা কখনই জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১১। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সিলেবাস ও সময় সংক্রান্ত ঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ২০২৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষার জন্য পুনঃর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস অনুযায়ী প্রনীত প্রশ্নপত্রে সকল পরীক্ষার্থী (নিয়মিত, অনিয়মিত, জিপিএ উন্নয়ন ও প্রাইভেট) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। পরীক্ষার মোট সময় ০৩ (তিন) ঘন্টা।

১২। সকল প্রকার পরীক্ষার্থীর বোর্ড ফি এর হার নিম্নোক্ত ছকে দেয়া হলো ঃ

পরীক্ষার্থীর প্রকার	পরীক্ষার ফি (প্রতি পত্র)	ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি (প্রতি পত্র)	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	সনদ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	অনিয়মিত ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	অনুমতি/ তালিকাভূক্তি ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	রেডক্রিসেন্ট ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	অনলাইন ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	বার্ষিক ক্রীড়া এফিলিনেশন ফি (প্রতি কলেজ)	বিএনসিসি ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী	রোভার স্কাউট/গার্লস গাইড ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	উন্নয়ন ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
নিয়মিত পরীক্ষার্থী	১১০/-	২৫/-	৫৫/-	১০০/-	....	....	২০/-	৫/-	৩০০/-	৫/-	১৫/-	৫/-	৫০/-
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী (যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি)	১১০/-	২৫/-		১০০/-	১০০/-	....							
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে (আংশিক বিষয়ের পরীক্ষার্থীসহ)	১১০/-	২৫/-		....	১০০/-	....							
জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী	১১০/-	২৫/-		১০০/-	....	১০০/-							
প্রাইভেট পরীক্ষার্থী	১১০/-	২৫/-		১০০/-	....	১০০/-							

১৩। (ক) অন্যান্য ফি এর হার (যাদের বেলায় প্রযোজ্য) ঃ

(১) বিলম্ব ফি প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০/- (একশত টাকা)।

(খ) প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ফি ঃ

(১) যেসব প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষা আছে (প্রতি পরীক্ষার্থী) ২০০/-(দুইশত) টাকা।

(২) যেসব প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষা নেই (যেমনঃ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসি জনিত প্রতিবন্ধী, হাত নেই এমন প্রতিবন্ধী, শিক্ষক, পুলিশ, মিলিটারি) তাদের ব্যবস্থাপনা ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী) ১০০/- (একশত টাকা)।

(গ) মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় কোন পরীক্ষার্থীর ৪র্থ বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা থাকলে বর্ণিত ফি-এর সাথে অতিরিক্ত ১৪০.০০ (একশত চল্লিশ) টাকা যোগ হবে এবং মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় কোন পরীক্ষার্থীর নৈর্বাচনিক বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা থাকলে বিষয় প্রতি আরও ১৪০.০০(একশত চল্লিশ) টাকা যোগ হবে।

১৪। কেন্দ্র ফি সংক্রান্ত ঃ (এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পরিশোধ করতে হবে)

(ক) এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র ফি (যাদের ব্যবহারিক বিষয় নেই) জন প্রতি ৪৫০/- (চারশত পঞ্চাশ টাকা)। (কেন্দ্র ফি থেকে ট্যাগ অফিসারের সম্মানী ও অন্যান্য ব্যায় নির্বাহ করতে হবে)।

(খ) এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র ফি (যাদের ব্যবহারিক বিষয় আছে) জন প্রতি ৪৫০/- (চারশত পঞ্চাশ) + ব্যবহারিক প্রতি পত্রের জন্য ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র + ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি (অভ্যন্তরীন ও বহিরাগত পরীক্ষকদের জন্য) পত্র প্রতি ২০/- (বিশ টাকা)।

(গ) ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও আনুষাঙ্গিক কর্মসম্পাদনের পর পরই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ হতে অভ্যন্তরীন পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ১০/- (দশ টাকা) এবং বহিরাগত পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ১০/- (দশ টাকা) হারে সম্মানী/পারিশ্রমিক পরিশোধ করবেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী প্রতি ১৩.০০ (তের) টাকা এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র শিক্ষার্থী প্রতি ৭.০০(সাত) টাকা পাবেন। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ টিএ/ডিএ বা উত্তরপত্র মূল্যায়ন বাবদ কোন প্রকার সম্মানী প্রদান করবে না।

বিঃ দ্রঃ কেন্দ্র ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ দিয়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/কলেজ কর্তৃপক্ষ তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক, উভয় প্রকার পরীক্ষার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্র/কলেজ কর্তৃপক্ষ সকল পরীক্ষা পরিচালনার ব্যয়ের ঘাটতি বিশেষ করে ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যয় বহন করবেন, এ ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক কোনরূপ অনুদান প্রদান করা হবে না। বোর্ড অফিস হতে সাদা উত্তরপত্র এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ কেন্দ্র ফি হতে বহন করতে হবে। অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় কেন্দ্র ফি হতে সংকুলান করতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানে যে বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রাপ্ত হবে।

আদায়কৃত কেন্দ্র ফি (ব্যবহারিক ফি ব্যতীত) হতে প্রত্যেক কলেজ ১০% টাকা নিজস্ব ব্যয়ের জন্য রেখে অবশিষ্ট ৯০% টাকা পরীক্ষা কেন্দ্রের/ভেন্যুর ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদান করতে হবে। ভেন্যু কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনার সকল প্রকার ব্যয়ভার মূল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বহন করবে। নিজ কলেজে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে, পরীক্ষার্থী ও বিষয়ের সংখ্যা অনুপাতে মূল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত কলেজকে ব্যবহারিকের নির্ধারিত ফি প্রদান করবেন।

১৫। পরীক্ষার ফি (বোর্ড ফি, কেন্দ্র ফি ও প্রতিষ্ঠানের পাওনাদি) বোর্ড ও প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ সংক্রান্ত :

(ক) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের হুবহু ইংরেজি নামে নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকে একাউন্ট করতে হবে পরীক্ষার যাবতীয় ফি বোর্ডের সচিবের অনুকূলে কেবলমাত্র সোনালী ব্যাংকের যে শাখায় সোনালী সেবা আছে এমন শাখা হতে সোনালী সেবার মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

(খ) কোনক্রমেই নগদ টাকা, পে-অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, মানি অর্ডার, সিকিউরিটি ডিপোজিট রিসিট অথবা ট্রেজারি চালান ইত্যাদিতে বোর্ডের ফি গ্রহণ করা হবে না।

(গ) ফিসের নির্ধারিত ছক পূরণপূর্বক ০১ (এক) কপি অত্র শিক্ষা বোর্ডের হিসাব শাখায় দাখিল করতে হবে।

(ঘ) বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত তারিখের পর কোনক্রমেই পরীক্ষার ফি'র সোনালী সেবা ও অন্যান্য কাগজপত্র গ্রহণ করা হবে না।

১৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে টিউশন ফি আদায় করতে পারবে।

কোন অবস্থাতেই নির্ধারিত ফি এর অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা যাবে না। এ সংক্রান্ত কোন তথ্য দৃষ্টিগোচর হলে বা অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ফরম পূরণ প্যানেল বন্ধ করাসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৭। ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল প্রকাশ পদ্ধতি ঃ সকল প্রকার পরীক্ষার্থীর ফল নিম্নোক্ত গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হবে।

লটার গ্রেড	প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণি ব্যাপ্তি	গ্রেড পয়েন্ট
A +	80 – 100	5.00
A	70 – 79	4.00
A–	60 – 69	3.50
B	50 – 59	3.00
C	40 – 49	2.00
D	33 – 39	1.00
F	00 – 32	0.00

১৮। অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত ঃ

(ক) অবৈধ রেজিস্ট্রেশন, বোর্ডের অনুমতি ছাড়া অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠান বদলি ও অভিযুক্ত হওয়ার কারণে কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ ছাড়াও অন্য যে কোন ধরনের অবৈধ শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন।

(খ) এ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ২০২৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের আদেশক্রমে

২৭/০৩/২০২৪

(প্রফেসর অরুন চন্দ্র পাল)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
সিলেট।
ফোন : ০২৯৯৬৬৪৩৪৩৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলে ঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা ।
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট।
৪। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট।
৫। জেলা প্রশাসক, সিলেট শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল জেলা।
৬। কলেজ পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট।
৭। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা।
১০। অধ্যক্ষ, সিলেট শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
১১। সিষ্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, সিলেট শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল জেলা।
১৩। মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সিলেট শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা।
১৪। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট।
১৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট।
১৬। সংরক্ষণ নথি।

২৭/০৩/২০২৪

(হাবিবা বাছিত)
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
সিলেট।